শাবি ছাত্রছাত্রীদের ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম

শাবি সংবাদদাতা

দীর্ঘ সেশনজটের কবলে পড়ে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত সঙ্কট নিরসনের দাবিতে আন্দোলনে যাবার ঘোষণা দিয়েছে। এদিকে উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী লিয়াজোঁ কমিটি উপাচার্যের পদত্যাগের পরপরই কর্মস্থলে যোগ দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। লিয়াজোঁ কমিটি আজ মঙ্গলবার শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটরিয়ামে এক কনভেনশনের আয়োজন করেছে। কনভেনশন থেকে আরও কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ কবির হোসেন জানান। অপরদিকে শাবি রক্ষা পরিষদ সোমবার সিলেট প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। তারা বলে, বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার জন্য আগামীকাল বুধবার উপাচার্যকে তাঁর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং রবিবার থেকে শিক্ষকরাও ক্লাসে যাবেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়টি সচল করার দাবিতে ছাত্রদল সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী লিয়াজোঁ কমিটি ২৩ দিন ধরে অসহযোগ আন্দোলন করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। এতে বাধ্য হয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাজীবন রক্ষার দাবিতে আন্দোলনে যাবার ঘোষণা দিয়েছে। সোমবার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে

আমরণ অনশনের হুমকি ॥ লিয়াজোঁ কমিটির কনভেনশন আজ

তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা শাবি প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে। লিখিত বক্তব্যে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মিঠু বলেছেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্পাস সচল না হলে আমরা অনশনের মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হব। এদিকে তাদের আন্দোলনের সঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীরা একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এছাড়া চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীরা ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে সোমবার সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার দাবিতে অর্ধদিবস অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করেছে। তারা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে চ্যান্সেলর বরাবর স্মারকলিপিও দিয়েছে। তারা আজ মঙ্গলবার থেকে সিলেটের শহীদ মিনারে প্রতিদিন অর্ধদিবস অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালনের ঘোষণা দিয়েছে। এদিকে আন্দোলনকারী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী লিয়াজোঁ কমিটি সোমবার অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অর্ধদিবস অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করেছে। অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. জয়নাল আবেদীন, ড. মোহাম্মদ কবির হোসেন, ড. মোহাম্মদ ইউনূছ, সৈয়দ হাসানুজ্জামান শ্যামল প্রমুখ। তাঁরা বলেছেন, যেহেতু আন্দোলনটা কোন রাজনৈতিক নয়, তারপরও সরকার উপাচার্যকে কেন প্রত্যাহার করছে না তা বোধগম্য নয়। এক ব্যক্তির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি অচল থাকতে পারে না। এ বিষয়টি সরকারের অনুধাবন করা উচিত।

এদিকে সোমবার সিলেট প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শাবি রক্ষা পরিষদ অভিযোগ করে বলেছে, লিয়াজোঁ কমিটি আইন অমান্য করে আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি অচল করে দিয়েছে। লিখিত বক্তব্যে প্রফেসর হাবিবুল আহসান বলেছেন, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবির অধিকাংশই পূরণ হলেও লিয়াজোঁ কমিটি তাদের কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। এতে পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে লিয়াজোঁ কমিটির এ ধরনের কর্মসূচী কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না।

এদিকে শাবি ছাত্রদল সোমবার এক সভায় বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। তারা শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। সংগঠনটির সভাপতি রেজা শরীফ কামাল বলেছেন, প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণেই সেশনজট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

11 APR 2003